নামাচার্য্য ঠাকুরের মাহাত্ম্য-শ্রবণে শুদ্ধভক্তের আনন্দ ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের কহিলুঁ মহিমার কণ ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠকুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরুষোত্তমে আসিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন,—'প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে এই শরীর পরিত্যাগ করিব।' পুরুষোত্তমে আসিয়া তিনি হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে, সনাতন গোস্বামী পরে প্রভুকে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা এবং রামচরণ-নিষ্ঠার কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন,—'দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম,—দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না ; তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তোমার এ শরীর পরিত্যাগে অধিকার নাই ; তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব।' মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাস ও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। একদিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর-টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে, তিনি সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে সনাতন কহিলেন,—'সিংহদ্বার-পথে জগন্নাথ-সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকা-পথে আসিয়াছি ; আমার পায়ে যে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।' সনাতনের ঐ মর্য্যাদা-স্থাপক বাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গাত্রে লাগিবে বলিয়া তিনি প্রভুর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন, তথাপি প্রভু বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং তদপেক্ষা সনাতনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন, 'তুমি শুদ্ধভক্ত, তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি—সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়।' অবশেষে কহিলেন,—'তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই।' এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইল। সে-বৎসর সনাতনকে ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রভু (পরবৎসর তাঁহাকে) শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানসুারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লইয়া, গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবকৃত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সনাতনকে দেহত্যাগসঙ্কল্প হইতে রক্ষাকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

সপার্ষদ গৌরের জয়-প্রদান ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রূপের পুরী হইতে গৌড়ে গমন, সনাতনের বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন ঃ—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥ ৩ ॥

ঝারিখণ্ড-পথে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরীতে আগমন ঃ—

ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া ।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহক্রমে দেহপাত হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। শ্রীগৌরঃ (মহাপ্রভুঃ) বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং (কাশী-মিলনানন্তরং ক্ষেত্রমাগতং) শ্রীসনাতনং [প্রভুং] স্নেহাৎ দেহ-পাতাৎ (শরীরনাশাৎ) অবন্ (রক্ষন্) পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।

বহির্দ্দর্শনে সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়ন দৃষ্ট ঃ—

ঝারিখণ্ডের জলের দোষে, উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে ॥ ৫ ॥

পথিমধ্যে সনাতনের নির্ব্বেদ ও আত্মদৈন্যোক্তি ঃ—

নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
'নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার ॥ ৬ ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু ॥ ৭ ॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ ৮ ॥

আপনাকে প্রাকৃত অশুচিজীব-জ্ঞানে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-ভয় ঃ—

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁ'র স্পর্শ হৈলে মোর হবে অপরাধে ॥ ৯ ॥

পুরীতে জগন্নাথ-রথাগ্রে প্রভু-নৃত্যকালে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প ঃ—

তাতে যদি এই দেহ ভাল-স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় আর সদ্‌গতি পাইয়ে ॥ ১০ ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁ'র রথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর ॥ ১১ ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ ॥' ১২ ॥

ঠাকুর হরিদাস-স্থানে আগমন ঃ—

এই ত' নিশ্চয় করি' নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি' হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥ ১৩ ॥

হরিদাসকে প্রণাম, হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

হরিদাসের কৈলা তেঁহ চরণ বন্দন।
জানি' হরিদাস তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৪ ॥

প্রভুচরণ-দর্শন-ব্যাকুল সনাতন ঃ—

মহাপ্রভু দেখিতে তাঁ'র উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে,—"প্রভু আসিবেন এখন ॥" ১৫ ॥

প্রভুর আগমন ঃ—

হেনকালে প্রভু 'উপলভোগ' দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৬ ॥

উভয়ের প্রভুপ্রণাম, প্রভুর হরিদাসকে আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু দেখি' দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিলা হরিদাসেরে উঠাঞা ॥ ১৭ ॥

সনাতনের আগমনে প্রভুর বিস্ময় ও প্রীতি ঃ—

হরিদাস কহে,—"সনাতন করে নমস্কার।"
সনাতনে দেখি' প্রভু হৈলা চমৎকার ॥ ১৮ ॥

নিজপ্রেষ্ঠ-ভক্তবরকে আলিঙ্গনার্থ ভগবানের অগ্রগমন, সনাতনের পলায়ন ও দৈন্যোক্তি ঃ—

সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগু হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥
"মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডুরসা গায় ॥" ২০ ॥

বলপূর্ব্বক ভগবানের নিজপ্রেষ্ঠ-ভক্তবরকে আলিঙ্গন ঃ—

বলাৎকারে প্রভু তাঁ'রে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ২১ ॥

ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন ঃ—

সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সনাতন কৈলা সবার চরণ বন্দনে ॥ ২২ ॥

দৈন্যক্রমে হরিদাস ও সনাতনের ভক্তগণের নিম্নে উপবেশন ঃ—

প্রভু লঞা বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ।
পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস, সনাতন ॥ ২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের ও ব্রজবাসি-ভক্তগণের কুশলজিজ্ঞাসা ও সনাতনের উত্তর ঃ—

কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহ কহেন,—"পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥" ২৪ ॥
মথুরার বৈষ্ণব-সবের কুশল পুছিলা।
সবার কুশল সনাতন জানাইলা ॥ ২৫ ॥

সনাতনকে প্রভুর রূপ ও অনুপমের সংবাদ-প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা, হৈল দিন দশ ॥ ২৬ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁ'র ভক্তি ॥" ২৭ ॥

সনাতনকর্ত্তৃক স্বীয় দৈন্যোক্তি ও প্রভুর অযাচিত কৃপা-মহিমা-বর্ণন ঃ—

সনাতন কহে,—"নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম, অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি' কৈলা অঙ্গীকার।
তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার ॥ ২৯ ॥

কনিষ্ঠ অনুপমের ঐকান্তিকী রামনিষ্ঠা-বর্ণন ঃ—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥ ৩০ ॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। খাজুয়াইতে—খোস-পাঁচড়া চুলকাইতে।

অনুভাষ্য

৬। নির্ব্বেদ—বিরক্তি ; অসার—কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।

ভ্রাতৃত্রয়ের পরস্পর অকৃত্রিম প্রীতি ঃ—

আমি আর রূপ—তা'র জ্যেষ্ঠসহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর ॥ ৩২ ॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি-দুইজনে ॥ ৩৩ ॥

অনুপমকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়কর্ত্তৃক কৃষ্ণগুণ-মাধুর্য্য-বর্ণনদ্বারা কৃষ্ণভজনে প্রলোভন ঃ—

"শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ৩৫ ॥

অগ্রজদ্বয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঐকান্তিক অনুপমের সাময়িক চিত্ত-পরিবর্ত্তন ঃ—

এইমত বার বার কহি দুইজন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ৩৬ ॥

অনুপমের কৃষ্ণ-ভজনেচ্ছা ঃ—

"তোমা দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু।
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥" ৩৭ ॥

রামভজন-পরিত্যাগ-হেতু অনুপমের চিন্তা-ব্যাকুলতা ঃ—

এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
'কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ ॥' ৩৮ ॥

ক্রন্দন, জাগরণ ও নিবেদন ঃ—

সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥ ৩৯ ॥

অনুপমের গভীর ঐকান্তিক রামনিষ্ঠা ঃ—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥ ৪০ ॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪১ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥" ৪২ ॥

কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ ঃ—

তবে আমি-দুঁহে তা'রে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
"সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার"—কহি' প্রশংসিলু ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর কৃপার প্রতি দৃঢ় আস্থা ঃ—

যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহে, খণ্ডে সব ক্লেশ ॥" ৪৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তের রামনিষ্ঠা-দৃষ্টান্ত বর্ণন ঃ—

গোসাঞি কহেন,—"এইমত মুরারি-গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলুঁ তা'র এই রীত ॥ ৪৫ ॥

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্, পরস্পরের প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥ ৪৬ ॥

ঐকান্তিক ভক্তবৎসল ভগবান্ ঃ—

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তা'রে চুলে ধরি' আনে ॥ ৪৭ ॥

সনাতনকে হরিদাস-সন্নিধানে থাকিতে আজ্ঞা ঃ—

ভাল হৈল, তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস-সনে ॥ ৪৮ ॥

সনাতন ও হরিদাসকে প্রশংসাপূর্ব্বক প্রভুর আদেশ ঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥" ৪৯ ॥

প্রভুর প্রস্থান ; উভয়কে প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ-দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৫০ ॥

সনাতনের মন্দির-চক্র দেখিয়া প্রণাম ঃ—

এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি' করেন প্রণামে ॥ ৫১ ॥

প্রত্যহ উভয়ের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার ও মহাপ্রসাদ-প্রদান ঃ—

প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলেন দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥ ৫২ ॥
দিব্যপ্রসাদ পাঞা নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি' নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥ ৫৩ ॥

একদিন অন্তর্যামী প্রভুর প্রকাশ্যে সনাতনের পূর্ব্বসঙ্কল্প-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন আসি' প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

২৮। নীচ-বংশে—মধ্য ১ম পঃ ১৮৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩০-৪৫। এতৎপ্রসঙ্গে মধ্য ১৫শ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যায় শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীরামনিষ্ঠা আলোচ্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। চক্র—নীলচক্র।

অমৃতানুকণা—৩০-৪৫। এই প্রসঙ্গে "কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম।।" (মধ্য ৮।৮৩)—পদ্য ও উহার অনুভাষ্য আলোচ্য।

সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া মনোধর্ম্ম-চালিত অনর্থযুক্ত সাধককে প্রভুর শিক্ষাদান ; ফল্গু-জ্ঞান ও বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নহে ঃ—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ ৫৫ ॥

যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, অন্যকিছু নহে ঃ—

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে ॥ ৫৬ ॥

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্তিতেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান, প্রাকৃত গুণময়ী কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভাব ঃ—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ঃ—

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫৯ ॥

মনোধর্ম্মী সাধকের ভেদবুদ্ধিমূলক ফল্গু-ত্যাগ ও জ্ঞানচেষ্টা—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিময়ী, কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী নহে বলিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব ঃ—

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তা'তে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬০ ॥

সিদ্ধ অনুরাগী ভক্তের গাঢ়-বিপ্রলম্ভজনিত দেহত্যাগেচ্ছা—সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-চালিতা ও কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টাময়ী, তাহাতেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে ॥ ৬১ ॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন-মরণ ॥ ৬২ ॥

বাসুদেবের প্রতি রুক্মিণীর অনুরাগ-নিবেদন ঃ—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাসোৎসুকা গোপীগণের অনুরাগ-নিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৫)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৬৪ ॥

সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর অনর্থযুক্ত সাধককে নিরন্তর হরিভজন-শিক্ষা-দান ঃ—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমিক-ভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ; সেই প্রেম-বলেই তিনি কৃষ্ণকে পা'ন্, দেহত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না।

৬৩। হে অম্বুজাক্ষ, আত্মতমো বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করত শত-জন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

৬৪। হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোকন-দর্শন ও কলগীত-শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃতপূরদ্বারা সেচনপূর্ব্বক শীতল কর ; তাহা না করিলে হে সখে, আমরা তোমার বিরহজ-অগ্নিদগ্ধদেহ লইয়া ধ্যানের দ্বারা তোমার চরণপদবী লাভ করিব।

অনুভাষ্য

৫৯। আদি, ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬১-৬২। মধ্য ১২শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—'কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য়।।'

৬৩। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সদ্‌গুণাবলী শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মকদুহিতা শ্রীরুক্মিণী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও, তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী চৈদ্য-শিশুপালকেই তাঁহার বররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছে শুনিয়া, নির্জ্জনে একখানা প্রেমপত্র লিখিয়া এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকার-লাভানন্তর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে রুক্মিণীর সেই প্রেমপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হে অম্বুজাক্ষ (কমলনয়ন), আত্মনঃ (স্বস্য) তমঃ (অজ্ঞানম্) অপহত্যৈ (বিনাশায়) উমাপতিঃ (শিবঃ) ইব মহান্তঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যস্য (ভবতঃ) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃস্নপনং (অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্য পাদ-পদ্মস্য রজোভিঃ স্নপনং) বাঞ্ছন্তি, তদ্ভবৎপ্রসাদং (তস্য ভবতঃ অনুগ্রহং) যর্হি অহং ন লভেয় (ন প্রাপ্নুয়াং, তর্হি) ব্রতকৃশান্ (ব্রতৈঃ উপবাসাদিভিঃ কৃশান্) অসূন্ (প্রাণান্) জহ্যাং (ত্যজেয়ম্, —এবমেব) শতজন্মভিঃ [অপি তব প্রসাদঃ] স্যাৎ।

যোষিৎসঙ্গজ শৌক্র আভিজাত্যবাদ-নিরাস ; কৃষ্ণভজনে যোগ্যতা-নির্দ্দেশ ; শুদ্ধভক্তই গুরু বা মহত্তম ঃ—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য ।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬৬ ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী প্রভৃতি দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণে সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী একান্ত শরণাগতেরই ভগবৎকৃপালাভে যোগ্যতা ঃ—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৬৯ ॥

অভিধেয় হইতেই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-লাভ ঃ—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ৭০ ॥

দশাপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" ৭১ ॥

অনুভাষ্য

৬৪। জ্যোৎস্না-স্নাতা শারদীয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিতে বলায় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীগণ দুঃখিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

হে অঙ্গ (কৃষ্ণ,) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তব ওষ্ঠসম্বন্ধিনা সুধা-প্রবাহেণ) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (হাস-সহিতেন অবলোকঃ চ কলগীতং মধুরবংশীধ্বনিঃ চ তাভ্যাং জাতঃ যঃ হৃদি শেতে বসতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ সঃ এব অগ্নিঃ দাহকঃ তং) সিঞ্চ (নির্ব্বাপয়) ; নোচেৎ হে সখে, বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত-দেহাঃ (বিরহজেন বিরহাৎ জনিষ্যতে যঃ অগ্নিঃ তেন উপযুক্ত-দেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ যোগিনঃ ইব) ধ্যানেন তে (তব) পদয়োঃ পদবীম্ (অন্তিকং) যাম (প্রাপ্নুয়াম্)।

৬৫। কুবুদ্ধি—কৃষ্ণসেবা-পরা বুদ্ধি ব্যতীত নশ্বর জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপরা অসতী বুদ্ধি।

৬৬। (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" ; (ভাঃ ১।৮।২৬)—"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বাম-কিঞ্চনগোচরম্।।"*

৬৯। মধ্য, ২০শ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। নববিধা ভক্তি,—(ভাঃ ৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্।।" নববিধা-ভক্তি (অভিধেয়)ই কৃষ্ণপ্রেম (প্রয়োজন) এবং কৃষ্ণ (সম্বন্ধ)কে প্রদান করিবার মহাশক্তি ধারণ করেন। সাধনভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

৭১। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু (শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭০ সংখ্যায়), —"ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীন-জনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। ** অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষু আবির্ভূয় তান-নায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।" (ঐ ২৭৩ সংখ্যায়)—"অতএব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈব।।"✤

** ভাঃ ৩।৩৩।৭—হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা আর্য্য-মধ্যে পরিগণিত। ভাঃ ১।৮।২৬—হে কৃষ্ণ! সৎকুল, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপাদিদ্বারা মদমত্ত ব্যক্তি অকিঞ্চন ভক্তগণের লভ্য তোমাকে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।*

✤ যাহারা দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া-বিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তম দ্রব্য (ধন), জাতি, গুণ, ক্রিয়া নাই, তাঁহাদের একমাত্র বিষয়রূপেই অপার করুণাময়ী এই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি,—ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃ অতিদীন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অনায়াসে তাহাদিগকে অন্যান্য যুগগত মহাসাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন—যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগে যদিও অন্যান্য ভক্তির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, সেস্থলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই করিতে হইবে।

প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে সনাতনের ফল্গু দেহত্যাগেচ্ছা-পরিত্যাগ-রূপ লীলাভিনয়দ্বারা জীবশিক্ষা-দান ঃ—

এত শুনি' সনাতনের হৈল চমৎকার।
'প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥ ৭২ ॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিলা মোরে।'
প্রভুর চরণ ধরি' কহেন তাঁহারে ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনের দৈন্যোক্তি, প্রভুস্তুতি ও স্বীয় দৈহিক কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

"সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি,—যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥ ৭৪ ॥
নীচ, অধম, পামর মুঞি পামর-স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ??" ৭৫ ॥

প্রভুর উত্তর ; সনাতনের কায়মনোবাক্যাদি সর্ব্বস্বই গৌর-কৃষ্ণের স্বাঙ্গীকৃত, তদ্দ্বারাই গৌর-কৃষ্ণের স্বসেবা-কার্য্য-সাধন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ ৭৬ ॥

দীক্ষাসিদ্ধ ভক্তের কৃষ্ণেচ্ছাকেই আপনার পরিচালিকা জানিয়া তদানুগত্যে স্বকর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার-ত্যাগ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে ?? ৭৭ ॥

সনাতন ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীসনাতনপ্রভু ঃ—

তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৮ ॥

মাথুরমণ্ডলে সনাতনদ্বারে প্রভুকর্ত্তৃক (১) ভক্ত ও ভগবত্তত্ত্ব বা অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রকাশ, (২) বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলন-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন, (৩) মঠ-মন্দিরাদিতে কৃষ্ণবিগ্রহার্চ্চনরূপ বৈধীভক্তি, মানসে রাগ বা প্রেমসেবার আদর্শ-প্রদর্শন ও (৪) লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার ও যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিময় জীবন দেখাইয়া শিক্ষা ঃ—

ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥ ৭৯ ॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ ৮০ ॥
নিজ-প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ ৮১ ॥

মাতৃ-আজ্ঞায় স্বয়ং ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক নিজাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীসনাতন-রূপে মাথুরমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট কৃষ্ণসেবা-সম্পাদন ঃ—

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা 'ধর্ম্ম' শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরূপপ্রভু (নামাষ্টকে—১ম শ্লোকে),—"নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈ-রুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"*

শ্রীসনাতনপ্রভু (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ১ম অঃ ৯ম শ্লোকে)—"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"✚

(ভাঃ ২।১।১১)—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।" (ভাঃ ৬।৩।২২)—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তি-যোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"⁎

শ্রীগৌরহরির (স্ব-কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকে ৩য় শ্লোকে)—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

নিরপরাধে অর্থাৎ দশনামাপরাধশূন্য নিরন্তর বা অবিশ্রান্ত নামসেবারত হইয়া। দশটী নামাপরাধ,—আদি ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও অনুভাষ্যদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৭২। না ভায়—যোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

৭৯-৮১। শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বারা শ্রীমহাপ্রভু প্রথমতঃ, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত রচনা করাইয়া ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও বৈষ্ণবের আচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, সনাতনগোস্বামীর অদ্ভুত অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে

** হে হরিনাম! নিখিলবেদের সারভাগরূপ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভাদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখাগ্র সদা নীরাজিত এবং মুক্তকুলদ্বারা তুমি নিরন্তর উপাস্যমান, অতএব আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।*

✚ যাঁহার অনুষ্ঠানে স্বীয় দেহ-মনোগত ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, যাঁহা কোনরূপে গৃহীত হইলেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, আমার সেই পরম অমৃতস্বরূপ, জীবন এবং ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

⁎ হে রাজন! সর্ব্বশাস্ত্রে ইহাই নির্ণীত যে, যাঁহারা নির্ব্বেদযুক্ত, যাঁহারা অকুতোভয়-অভিলাষী, যাঁহারা যোগী—সকলের পক্ষেই শ্রীহরিনাম অনুক্ষণ কীর্ত্তনীয়।—ভাঃ ২।১।১১। নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত।—ভাঃ ৬।৩।২২।

এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিমু ।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু ??" ৮৩ ॥

আপনাকে যন্ত্রি-প্রভুর যন্ত্র-জ্ঞানে সনাতনের প্রভুস্তুতি ঃ—

তবে সনাতন কহে,—"তোমাকে নমস্কারে ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ?? ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
আপনে না জানে, পুতলী কিবা নাচে গায় !! ৮৫ ॥
যারে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে ।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে ॥" ৮৬ ॥

হরিদাসকে সাক্ষ্য মানিয়া প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বায়ত্তীকৃত সনাতন-দেহের রক্ষণাবেক্ষণ-ভারার্পণ ঃ—

হরিদাসে কহে প্রভু,—"শুন, হরিদাস ।
পরের দ্রব্য ইঁহো চাহেন করিতে বিনাশ ॥ ৮৭ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায়, বিলায় ।
নিষেধিহ ইঁহারে,—যেন না করে অন্যায় ॥" ৮৮ ॥

হরিদাসের জীবশিক্ষা,—অধোক্ষজ প্রভুর অপ্রাকৃত হৃদয়গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছার আনুগত্যেই বদ্ধজীবের ফল্গু-অহঙ্কারত্যাগ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

হরিদাস কহে,—"মিথ্যা অভিমান করি ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৯ ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে ।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥ ৯০ ॥

সনাতনের প্রভু-কৃপালাভ-সৌভাগ্য-বর্ণনপূর্ব্বক হরিদাসের প্রভুস্তুতি ঃ—

এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার ।
এত সৌভাগ্য ইঁহা না হয় কাহার ॥" ৯১ ॥

উভয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রভুর প্রস্থান ঃ—

তবে মহাপ্রভু করি' দুঁহারে আলিঙ্গন ।
'মধ্যাহ্ন' করিতে উঠি' করিলা গমন ॥ ৯২ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক সনাতনের সৌভাগ্য বর্ণন ঃ—

সনাতনে কহে হরিদাস করি' আলিঙ্গন ।
"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৯৩ ॥

শ্রীসনাতনতনু প্রভুরই স্বায়ত্তীকৃত ধন ঃ—

তোমার দেহ কহেন প্রভু 'মোর নিজ-ধন' ।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥ ৯৪ ॥

মাথুরমণ্ডলে সনাতন-তনুদ্বারে প্রভুর চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট সম্পাদন ঃ—

নিজ-দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে ।
সে কার্য্য করাইবে তোমা, সেহ মথুরাতে ॥ ৯৫ ॥

সাফল্য বা সিদ্ধি—কৃষ্ণেচ্ছারই অনুগামী ভৃত্য ঃ—

যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয় ।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৯৬ ॥

সনাতনদ্বারে প্রভুর মুখ্যতঃ শুদ্ধভক্তি ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলনদ্বারা বৈষ্ণবাচার-সংস্থাপন ঃ—

ভক্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার-নির্ণয় ।
তোমাদ্বারে করাইবেন, বুঝিলুঁ আশয় ॥ ৯৭ ॥

হরিদাসের স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥" ৯৮ ॥

সনাতনকর্ত্তৃক হরিদাস-স্তুতি ঃ—

সনাতন কহে,—"তোমা-সম কেবা আছে আন ।
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্!! ৯৯ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণনামকীর্ত্তন বা প্রচারই আচার্য্যরূপী ভগবদবতারের নিজ-কৃত্য ; কীর্ত্তনাচার্য্য-হরিদাসদ্বারে প্রভুর নাম-প্রচার ঃ—

অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে ।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে ॥ ১০০ ॥

ঠাকুর হরিদাসের আচার ও প্রচার ঃ—

প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্রদ্বারা মানসে ব্রজ-ভজনা প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন ; চতুর্থতঃ, কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ-সমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরসময় আদর্শ-ভক্তজীবনের দ্বারা শুদ্ধভক্তের অনুকরণীয় বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত বিরক্ত জীবন-যাপন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয়ভূমি, শ্রীসনাতনকে সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া প্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন।

৮২। তাঁহা—মাথুরমণ্ডলে।

অনুভাষ্য

৮৮। স্থাপ্য—রক্ষণীয় ; খায়—নিজেই ভোগ করে ; বিলায়—বিতরণ করে ; অন্যায়—আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণে সমর্পিত ইঁহার দেহ-বিনাশ।

৯৫। পূর্ব্বোক্ত (অন্ত্য ৪র্থ পঃ) ৮২-৮৩ সংখ্যার উক্তির তাৎপর্য্য অর্থাৎ ৭৯-৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। ভারতভূমিতে—আদি ৯ম পঃ ৪১ সংখ্যা এবং ভাঃ ৫।১৯।১৯-২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০০। নিজকার্য্য যে শুদ্ধকৃষ্ণনাম-প্রচার, তাহা প্রভু হরিদাস-দ্বারা সম্পাদিত করেন।

অসুষ্ঠু বা অসম্পূর্ণ আচার ও প্রচার ঃ—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীণনচেষ্টাময় যথার্থ আচার্য্যেরই শুদ্ধনামভক্তি-প্রচারে অধিকার ; চারি বর্ণাশ্রমী ও জগতের গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস হরিদাস ঠাকুরের আদর্শ জীবন ঃ—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য ।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥" ১০৩ ॥

হরিদাস ও সনাতনের পরস্পর কৃষ্ণকথা-সংলাপে কালযাপন ঃ—

এইমত দুইজন নাম-কথা-রঙ্গে ।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি' একসঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

রথযাত্রাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ও দর্শন ঃ—

যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা সবে রথযাত্রা দরশন ॥ ১০৫ ॥

রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য-দর্শনে সনাতনের বিস্ময় ঃ—

রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিলা নর্ত্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০৬ ॥

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তগণসহ সনাতনের মিলন ঃ—

বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজ-ভক্তগণে ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥ ১০৭ ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর ।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥ ১০৮ ॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর ।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥ ১০৯ ॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥ ১১০ ॥

সকলেরই প্রীতিভাজন শ্রীসনাতন ঃ—

যথাযোগ্য সবার কৈলা চরণ বন্দন ।
তাঁ'রে করাইলা সবার কৃপার ভাজন ॥ ১১১ ॥

নিজগুণে বিষ্ণুবৈষ্ণবের স্নেহ-প্রীতিভাজন ঃ—

সদ্গুণে, পাণ্ডিত্যে, সবার প্রিয়—সনাতন ।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ ১১২ ॥

গৌড়ীয়গণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ও সনাতনের পুরীতে অবস্থান ঃ—

সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা ।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১১৩ ॥

প্রভুসঙ্গে সনাতনের দোলযাত্রা-দর্শন ঃ—

দোলযাত্রা-আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল ।
দিনে-দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৪ ॥

জ্যৈষ্ঠমাসে সনাতনপরীক্ষা-বিষয়ক বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

পূর্ব্ব বৈশাখমাসে সনাতন যবে আইলা ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁ'রে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১৫ ॥

যমেশ্বর টোটায় প্রভুর মধ্যাহ্ন-ভিক্ষা ঃ—

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা ।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥ ১১৬ ॥

সনাতনকে প্রভুর আহ্বান, সনাতনের আনন্দ ঃ—

মধ্যাহ্ন-ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল ।
প্রভু বোলাইলা, তাঁ'র আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৭ ॥

প্রভু-প্রীতিবশে আত্মহারা সনাতনের দেহস্মৃতি-লুপ্তাবস্থায় খরতর তপ্ত তীক্ষ্ণবালুপথে ক্ষতপদে প্রভুর সমীপে গমন ঃ—

মধ্যাহ্নে সমুদ্র-বালু হঞাছে অগ্নি-সম ।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৮ ॥
'প্রভু বোলাঞাছে'—এই আনন্দিত মনে ।
তপ্ত-বালুকাতে পা পোড়ে, তাহা নাহি জানে ॥ ১১৯ ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, তবু গেলা প্রভুস্থানে ।
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিয়াছেন বিশ্রামে ॥ ১২০ ॥

প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা ।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥ ১২১ ॥

সস্নেহে প্রভুর তাঁহার আগমনোপায়-জিজ্ঞাসা, সনাতনের সদৈন্য উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ পথে আইলা সনাতন?"
তেঁহ কহে,—"সমুদ্র-পথে, করিলুঁ আগমন ॥" ১২২ ॥
প্রভু কহে,—"তপ্ত-বালুকাতে কেমনে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ—শীতল, কেনে না আইলা?? ১২৩ ॥

অনুভাষ্য

১০৩। হরিদাস ঠাকুর—সর্ব্বমান্য জগদ্গুরু, যেহেতু তিনি একাধারে স্বয়ং দৈক্ষ-ব্রাহ্মণরূপে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিয়া 'আচার্য্য' এবং উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে নাম-যজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া 'প্রচারক'—ইহাই তাঁহার 'আচার ও প্রচার'।

অনুভাষ্য

১১৬। যমেশ্বর-টোটা—যমেশ্বর-শিবের বাগান পাড়ায় ; টোটা-শব্দে উৎকল-ভাষায় 'বাগান' বুঝায়।

১২৩। সিংহদ্বার—জগন্নাথমন্দিরের মূল পূর্ব্বদিকের দ্বারকে সিংহদ্বার কহে।

তপ্ত-বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ ।
চলিতে না পার, কেমনে করিলা সহন ??" ১২৪ ॥
সনাতন কহে,—"দুঃখ বহুত না পাইলুঁ ।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিলুঁ ॥ ১২৫ ॥

স্বয়ং রাগমার্গীয় পরমহংস হইয়াও আদর্শ মানদ বৈষ্ণবাচার্য্য-রূপে সনাতনপ্রভুকর্ত্তৃক সাধকের শিক্ষার্থ বৈধ অর্চ্চন-মার্গের যথোচিত মর্য্যাদা-প্রদর্শন ঃ—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার ।
বিশেষে—ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার ॥ ১২৬ ॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর ।
তার স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর ॥" ১২৭ ॥

সনাতনের উক্তি ও মানদ ব্যবহার-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা ।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১২৮ ॥

ভগবৎকর্ত্তৃক ভক্তস্তুতি ঃ—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন ।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ ১২৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক ভক্ত বা সাধুর রীতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ ১৩০ ॥

সাধকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ফল ঃ—

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস ।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ ॥ ১৩১ ॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বৈধ-মর্য্যাদা-পালনে আদর-প্রদর্শন ও সনাতনের আচরণ-দর্শনে আচার্য্যরূপে অঙ্গীকার ঃ—

মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন ।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ??" ১৩২ ॥

অপ্রাকৃততনু নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের আলিঙ্গন ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১৩৩ ॥

আলিঙ্গনফলে প্রভুগাত্রে স্বীয় কণ্ডুরসস্পর্শহেতু দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের বেদনানুভব ঃ—

বার বার নিষেধেন, তবু করে আলিঙ্গন ।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১৩৪ ॥

সনাতন-জগদানন্দ-সংবাদ ঃ—

এইমতে সেবক-প্রভু দুঁহে ঘর গেলা ।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ ১৩৫ ॥

পণ্ডিতসহ কৃষ্ণকথা-সংলাপ ও প্রসঙ্গতঃ সনাতনের স্বীয় দুঃখ-জ্ঞাপন ঃ—

দুইজন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা ।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা ॥ ১৩৬ ॥
"ইঁহা আইলাঙ প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে ।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুদেহে স্বীয় কণ্ডুরস স্পর্শহেতু দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের লজ্জা, বেদনা ও অপরাধাশঙ্কা ঃ—

নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে ।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৮ ॥
অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার ।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৯ ॥
হিত-নিমিত্ত আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীতে ।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥" ১৪০ ॥

অমঙ্গলাশঙ্কায় পণ্ডিতের সনাতনকে বৃন্দাবন-গমন-পরামর্শদান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"তোমার বাসযোগ্য 'বৃন্দাবন' ।
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা করহ গমন ॥ ১৪১ ॥
প্রভুর আজ্ঞা হঞাছে তোমা' দুই ভায়ে ।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্বসুখ পাইয়ে ॥ ১৪২ ॥
যে-কার্য্যে আইলা, প্রভুর দেখিলা চরণ ।
রথে জগন্নাথ দেখি' করহ গমন ॥" ১৪৩ ॥

সনাতনের সম্মতি, শ্রীবৃন্দাবন-ধামকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণধাম জানিয়াও প্রভুর নির্ব্বাচিত দেশ-জ্ঞানে সনাতনের অতুল গৌরপ্রেম ঃ—

সনাতন কহে,—"ভাল কৈলা উপদেশ ।
তাঁহা যাব, সেই মোর 'প্রভুদত্ত দেশ' ॥" ১৪৪ ॥

একদিন প্রভুর আগমন ঃ—

এত বলি' দুঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি' গেলা ।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥ ১৪৫ ॥

হরিদাসের প্রণাম, হরিদাসকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

হরিদাস কৈলা প্রভুর চরণ বন্দন ।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৪৬ ॥

অনুভাষ্য

১৩৫। সেবক-প্রভু—শ্রীসনাতন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু।

১৩৭। দুঃখ—সর্ব্বদা প্রভু ও জগন্নাথদেবের দর্শন-'সেবাভাব'-জনিত কষ্ট ; যেবা মনে—জগন্নাথ-রথাগ্রে প্রভুর নৃত্যকালে স্বীয় দেহত্যাগ।

অনুভাষ্য

১৪৪। 'প্রভুদত্ত দেশ'—তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিত্য-আরাধ্য শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত স্থানই তাঁহার নিত্য-বাঞ্ছনীয় কৃষ্ণসেবাধার শ্রীবৃন্দাবন ; তাহাতে বাস করিয়া তাঁহাদের সুখবিধান করিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

আলিঙ্গনার্থ সনাতনকে প্রভুর স্ব-নিকটে আহ্বান ঃ—

দূর হৈতে দণ্ড-পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭ ॥

সনাতনের অপরাধাশঙ্কা ; দ্রুতবেগে তৎসমীপে প্রভুর আগমন ঃ—

অপরাধ-ভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইল।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইল ॥ ১৪৮ ॥

সনাতনের পলায়ন, প্রভুর বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন ঃ—

সনাতন ভাগি' পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি' প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুর ও ভক্তদ্বয়ের উপবেশন ; দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের আপনাকে অশুচি বদ্ধজীবাভিমানে প্রভুসমীপে গভীর দৈন্যোক্তি ও প্রভুস্পর্শহেতু স্বীয় অপরাধাশঙ্কা ঃ—

দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ ১৫০ ॥
"হিত লাগি' আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করোঁ নিতি নিত ॥ ১৫১ ॥
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, 'পাপাশয়'।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥ ১৫২ ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরসা-রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শহ তুমি বলে ॥ ১৫৩ ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥ ১৫৪ ॥

অপরাধাশঙ্কা-হেতু তন্মোচনার্থ বৃন্দাবন-গমনে অনুমতি-প্রার্থনা ঃ—

তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় 'কল্যাণ'।
আজ্ঞা দেহ'—রথ দেখি' যাঙ বৃন্দাবন ॥ ১৫৫ ॥

জগদানন্দপণ্ডিত হইতে বৃন্দাবন-গমনে পরামর্শ-প্রাপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল ॥" ১৫৬ ॥

ক্রোধভরে প্রভুর পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু সরোষ-অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥ ১৫৭ ॥
"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ?? ১৫৮ ॥

সনাতনপ্রতি প্রভুর প্রচুর কৃপা-গৌরবোক্তি ঃ—

ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য ??১৫৯॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে, বালকা করে ঐছে কার্য্য ॥"১৬০॥

সনাতনকর্তৃক জগদানন্দের সৌভাগ্য ও নিজ-দুর্ভাগ্য-বর্ণন ঃ—

শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল।
"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ ১৬১ ॥
আপনার 'অসৌভাগ্য' আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬২ ॥

নিজের ও পণ্ডিতের প্রতি প্রভুস্নেহ-তুলনা ঃ—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥ ১৬৩ ॥

সেবককে সেব্যের নিজজন-জ্ঞানই প্রেমের কারণরূপ সম্বন্ধানুভূতি ; সনাতনের গভীর হৃদয়ব্যথা-সূচক বাক্য ঃ—

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্!!" ১৬৪ ॥

প্রভুর লজ্জা ও সনাতনপ্রতি সান্ত্বনা-বাক্য ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥ ১৬৫ ॥

জগদানন্দ ও সনাতনের প্রতি প্রভুর স্নেহ-প্রীতি-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ; জগদানন্দের প্রতি তিরস্কারের কারণ ঃ—

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে ॥ ১৬৬ ॥

উভয়ের গুণ-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

কাঁহা তুমি—প্রামাণিক, শাস্ত্রে প্রবীণ!
কাঁহা জগা—কালিকার বটু নবীন!! ১৬৭ ॥

প্রভুকর্তৃক সনাতনের গুণ-গৌরব-স্তুতি ঃ—

আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥ ১৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। নির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিরাগযুক্ত।

অনুভাষ্য

১৫৩। বলে—বলপূর্ব্বক।

১৬২। আপনার অসৌভাগ্য—অর্থাৎ নিজ দুর্ভাগ্য।

১৬৩। নিম্ব এবং নিশিন্দা-রস তিক্ত বলিয়া, আস্বাদনকালে উহারা প্রীতিপ্রদ নহে ; স্নেহভাজন ও কৃপাপাত্র লাল্য ব্যক্তির

অনুভাষ্য

তৎসেব্য ও পূজ্য লালক-ব্যক্তির নিকট হইতে গৌরব ও বন্দনাদি সম্মান-লাভও তাদৃশ অপ্রীতিপ্রদ।

১৬৬। যাহার যে মর্য্যাদা সেই মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দ-সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।

তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥ ১৬৯ ॥

ভক্তগুণাকৃষ্ট-ভগবানের ভক্তগুণবর্ণন ঃ—

বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥১৭০॥

মমতাস্পদ বহু 'আশ্রয়' থাকিলেও পাত্রবিশেষে 'বিষয়ে'র প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

যদ্যপি কাহার 'মমতা' বহুজনে হয়।
প্রীতি-স্বভাবে কাঁহা কোন ভাবোদয় ॥ ১৭১ ॥

অমানিভক্ত দৈন্যক্রমে আপনাকে প্রাকৃতজীবাভিমানে সুনীচ জ্ঞান করিলেও বস্তুতঃ তিনি—চিদ্দর্শনে ভগবদাশ্লিষ্ট অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু ঃ—

তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥ ১৭২ ॥

অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥ ১৭৩ ॥

নির্গুণ অপ্রাকৃত-রাজ্যে গৌণ অচিদ্দর্শনোত্থ মনোধর্ম্মসুলভ জড়ীয় বিধিনিষেধ-বিচারাভাব ঃ—

'প্রাকৃত' হৈলেহ তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি 'অপ্রাকৃতে' ॥ ১৭৪ ॥

গৌণ অচিদ্দর্শনোত্থ জড়ীয় ভেদ-জ্ঞানমূলক মনোধর্ম্মে শুচি-অশুচি বা বিধিনিষেধ সমস্তই তুল্যমূল্য ও অবাস্তব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকের সরল নিগলিতার্থ ঃ—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। প্রভু সনাতনকে কহিলেন,—তুমি বৈষ্ণব, তোমার দেহ—অপ্রাকৃত, তাহাতে 'ভদ্রাভদ্র' বুদ্ধি করা উচিত নয় ; তাহাতে আবার আমি—সন্ন্যাসী, তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত, তথাপি আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না ; কেননা, অপ্রাকৃতস্বরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভদ্রাভদ্র-বস্তু-জ্ঞান থাকা কখনও উচিত নয়।

১৭৫। (অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপ্রতীতি ব্যতীত তদ্‌ভিন্ন মায়িক-প্রতীতি-বিশিষ্ট) দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্যদ্বারা উদিত (কথিত) এবং মনঃকর্ত্তৃক ধ্যাত (যাহা কিছু, তাহা) সমস্তই 'অনৃত' ; অতএব তাহাতেই ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি? (অর্থাৎ তাহাতে 'ভদ্র' বা 'অভদ্র' এরূপ জড়ীয়) ভেদ আছে বটে, কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর প্রতীতিতে সেরকম কিছুই নাই।

অনুভাষ্য

১৬৮। কত ঠাঞিঃ—মধ্য, ১ম পঃ ২২২-২২৪ সংখ্যা অথবা মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; ব্যবহার-ভক্তি—মর্য্যাদা বা শিষ্টাচার-প্রদর্শন।

১৭৩। কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত নিজসুখপ্রাপ্তিরূপ ভোগবাসনা-তৃপ্তির জন্য কোন দৈহিক কামাচারই স্বীকার করেন না ; কৃষ্ণসুখাভিলাষী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম-সেবার উদ্দেশেই যাবতীয় অপ্রাকৃত ভজন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণ কর্ম্মফল-ভোগাধার প্রাকৃত-দেহকে নশ্বর-ফলভোগোদ্দেশে নিযুক্ত করেন। ভক্তগণের তাদৃশ চেষ্টা নাই,—তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা হরি-সেবার উদ্দেশেই নিজদেহের অস্তিত্ব স্বীকার ও সকলপ্রকার দৈহিক-কার্য্যদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ-ক্রমে প্রাকৃত-ফলভোগ-কামনার নিমিত্তই কর্ম্মীর দেহ—প্রাকৃত, আবার কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠা-ক্রমে দেহাস্তিত্ব বা দৈহিক-ক্রিয়াদি সমস্তই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-সেবাপর হওয়ায় ভক্তের চিন্ময় দেহ অবশ্যই অপ্রাকৃত। কৃষ্ণ-বিমুখ কর্ম্মিগণ যেরূপ নিজ-ভোগতাৎপর্য্যপর স্বীয় প্রাকৃতদেহের ন্যায় শুদ্ধভক্তের দেহকেও 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করেন, শুদ্ধভক্ত ও তদ্দাসগণ তদ্রূপ শুদ্ধভক্তের দেহকে কখনও 'প্রাকৃত' বলিয়া জ্ঞান করেন না অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, বিধির অতীত ও বিধির অধীন বস্তুকে অথবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণেতর মায়াকে 'সম' বা 'এক' জ্ঞান করিয়া কৃত্রিম উদারতা বা নিরপেক্ষতার ছলনায় চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আবাহন করিয়া কখনই নামাপরাধী হন না ; পরন্তু শুদ্ধভক্তের চিদানন্দময় দেহকে অপ্রাকৃতস্বরূপ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী বলিয়া জ্ঞান করেন।

উত্তমাধিকারী ভক্ত নিজানুভূতিকে কৃষ্ণপ্রেমহীন জানিয়া আপনাকে দরিদ্র ও প্রাকৃত জীব বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ মূর্খতা-বশতঃ আপনাদের প্রাকৃত-দেহকেই 'অপ্রাকৃত বৈষ্ণবদেহ' বলিয়া মনে করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত আচার বা ভক্তি হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই লোক-শিক্ষার্থ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তৎকৃত 'কল্যাণকল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে, অভিমান হবে ভার। তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার।।" কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, (অন্ত্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৫।১৮)—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৭৭ ॥

যুক্তবৈরাগী শুদ্ধভক্ত গোস্বামীরই সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-হেতু সমদর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ১৭৮ ॥

জড়বিধিনিষেধাতীত নৈষ্কর্ম্মলব্ধ সন্ন্যাসী বা মহাভাগবতেরই সর্ব্বত্র বিষ্ণুপ্রতীতিহেতু জড়ভেদজ্ঞানজ বৈষম্যহীন সুদর্শন ঃ—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার 'সম-দৃষ্টি' ধর্ম্ম ।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় 'সম' ॥ ১৭৯ ॥

স্বধর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কাহেতু অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধির নিষিদ্ধতা ঃ—

এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায় ।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ-ধর্ম্ম যায় ॥" ১৮০ ॥

অমানী ভক্তদ্বয়ের প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় প্রশংসা-অস্বীকার ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, যে কহিলা তুমি ।
এই 'বাহ্য প্রতারণা', নাহি মানি আমি ॥ ১৮১ ॥

আপনাদিগকে দীন-জ্ঞানে উভয়ের প্রভুস্তুতি ঃ—

আমা-সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার ।
দীনদয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥" ১৮২ ॥

উভয়ের প্রতি প্রভুর যথার্থ হৃদয়ভাব-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু হাসি' কহে,—"শুন, হরিদাস, সনাতন ।
তত্ত্ব কহি তোমা-বিষয়ে আমার যৈছে মন ॥ ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৭। যাঁহারা বিদ্যাবিনয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে, গরুতে এবং হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত।

১৭৮। যিনি—জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্ত, কূটস্থ অর্থাৎ চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাঁহাকেই 'যোগী' অর্থাৎ 'যোগারূঢ়' বলা যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২০শ পঃ ২৮ সংখ্যায়)—"প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।।"

১৭৫। ভগবান্ উদ্ধবকে পূর্ব্বে সবিস্তার-বর্ণিত শুদ্ধভগবজ্-জ্ঞান-বর্ণন-প্রসঙ্গে অক্ষজ-দর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—

[যতঃ] বাচা [যৎ] উদিতং (কথিতং, চক্ষুরাদিভিশ্চ যৎ দৃশ্যং, যচ্চ) মনসা ধ্যাতঃ, তৎ [সর্ব্বম্] এব চ অনৃতং (নশ্বরং ন সর্ব্বকালসত্যম্ ; অতঃ) অবস্তুনঃ (অদ্বয়জ্ঞানেতরবস্তুনঃ পৃথক্‌সত্ত্বাভাবেন বস্তুত্বেন স্বীকর্ত্তুমশক্যস্য) দ্বৈতস্য (প্রপঞ্চস্য মধ্যে) কিং (কিয়ৎ কিং পরিমাণং) ভদ্রং, কিং (কিয়ৎ) বা অভদ্রম্?

১৭৬। অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবিনশ্বর-সত্য নিত্যই বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে কৃষ্ণেতর মায়ার হস্তে পতিত জীবের নিজ-মঙ্গল বা অমঙ্গল-নির্ণয় প্রভৃতি সকলই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া জীবের ভোক্তৃ-অভিমানে অক্ষজ-জ্ঞানে ভাল-মন্দের বিচার-চেষ্টা নানা-প্রকার ভ্রম উৎপাদন করে।

১৭৭। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নে সংযুক্তে সর্ব্বব্রহ্মণ্যবিরাজিতে, ন তু মূর্খে দুর্ব্বিনীতে) ব্রাহ্মণে শ্বপাকে (চণ্ডালে সর্ব্বাধমে) গবি (পবিত্রায়াং ধেনৌ) শুনি (অপবিত্রে কুক্কুরে) হস্তিনি (শুদ্ধাশুদ্ধবিচার-রহিতে গজে) পণ্ডিতাঃ (বন্ধমোক্ষবিদঃ) সমদর্শিনঃ (সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে, তুল্যবুদ্ধয়ঃ ইত্যর্থঃ)।

১৭৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানম্ ঔপদেশিকং, 'বিজ্ঞানম্' অপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ, অতঃ) কূটস্থঃ (একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ নির্ব্বিকারঃ বা, অতএব) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (বিজিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ, অতএব) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণ-খণ্ড-সুবর্ণানি যস্য সঃ লোষ্ট্রাদিষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ ইত্যর্থঃ) যোগী যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) উচ্যতে।

১৭৯। সর্ব্ববস্তুতে তুল্যদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়াই সন্ন্যাসী, পণ্ডিত বা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার চন্দনের সৌগন্ধ গ্রহণ করিবার আসক্তি বা ইন্দ্রিয়াপ্রীতির জন্য পঙ্কের দুর্গন্ধ-ত্যজনেচ্ছা নাই। প্রাকৃতবস্তু-গ্রহণ ও ত্যাগ,—এই উভয় প্রবৃত্তির দাস্য করিতে অর্থাৎ বশীভূত হইবার জন্য অগ্রসর না হইয়া, যুক্তবৈরাগ্যশীল 'বৈষ্ণব'—প্রাকৃত ভোগ-ত্যাগে উদাসীন হইয়া, সুদর্শন বা চিদ্বিলাস-দর্শনবিশিষ্ট।

১৮০। শ্রীরূপপ্রভুকৃত উপদেশামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে—"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ।।"

১৮১। বাহ্য প্রতারণা—বৈষ্ণব-জ্ঞানে গৌরবস্তুতি।

ভক্ত ও ভগবান্, পরস্পরের ব্যবহার ঃ—

তোমারে 'লাল্য', আপনাকে 'লালক'-অভিমান ।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ ১৮৪ ॥

শুদ্ধভক্তবাৎসল্যহেতু সুদর্শনধারী ভগবানের ভক্তদোষ-দর্শনাভাব ঃ—

আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান ।
তোমা সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥ ১৮৫ ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায় ।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥ ১৮৬ ॥

স্বাঙ্গীকৃত নিজ-প্রেষ্ঠ সনাতনকে প্রভুর আত্মসম-জ্ঞান ঃ—

'লাল্যামেধ্য' লালকের চন্দন-সম ভায় ।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥" ১৮৭ ॥

বিবিধ ঘটনাদ্বারা হরিদাসের প্রভুর অতুল কৃপা ও ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

হরিদাস কহে,—"তুমি ঈশ্বর দয়াময় ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥ ১৮৮ ॥

কুষ্ঠগ্রস্ত বাসুদেব বিপ্রের ঘটনা ঃ—

বাসুদেব—গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ—কীড়াময় ।
তারে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয় ॥ ১৮৯ ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥" ১৯০ ॥

প্রভুকর্তৃক বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্বরূপ বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয় ।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়' ॥ ১৯১ ॥

বৈষ্ণব বিষ্ণুর স্বাঙ্গীকৃত 'আশ্রয়' বলিয়া তদভিন্ন চিদ্বিলাস ; গুরুকর্তৃক ব্রাহ্মণজ্ঞানে দীক্ষিতের অচ্যুতাত্মতা ঃ—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ ১৯২ ॥

দীক্ষিত বা লব্ধ-ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান ব্রাহ্মণেরই অভিধেয় বিষ্ণুভক্তি-যোগে বৈষ্ণবাখ্যা, সুতরাং বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত ঃ—

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১৯৪ ॥

প্রাকৃত অক্ষজদর্শন ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-পরিচালিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার ঃ—

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা ।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিলা পাঠাঞা ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য

১৮৪। যিনি—লালক, তিনি লাল্যবাৎসল্য-প্রযুক্ত নিজ-লাল্যের কোন দোষ থাকিলেও বুঝিতে পারেন না।

১৮৫। আমি—তোমাদের গৌরবের বা সম্মানের অর্থাৎ পূজার পাত্র,—একথা ভক্তপ্রেমবৎসল আমার মনে থাকে না।

১৮৭। লাল্যামেধ্য—লাল্যের অমেধ্য অপবিত্র বস্তু।

১৮৯। বাসুদেবের গলৎকুষ্ঠ—মধ্য, ৭ম পঃ ১৩৬-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; কীড়াময়—কীটপূর্ণ।

১৯১। শ্রীগৌরসুন্দর পদাশ্রিতজনকে ইহাই বুঝাইলেন যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের ভোগময় জড়ানন্দবিশিষ্ট প্রাকৃত-দেহের ন্যায় বৈষ্ণবের দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্ত-দেহ—চিদানন্দময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী ও প্রকৃত্যতীত-ভাবময়, তাহাতে সচ্চিদানন্দত্ব বিরাজিত।

১৯৩। দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃতস্বরূপে কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়-ভোগরাজ্যের 'ভোক্তা' বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্যস্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য-সেবকবিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎ-কালোচিত অপ্রাকৃত-দেহদ্বারা অপ্রাকৃত-ভাবসেবাকেও প্রাকৃত-বুদ্ধিদোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃতকর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে ; সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত-গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় ; এ সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃতে ১।৩।৪৫ ও ২।৩।১৩৯ সংখ্যায় শ্রীসনাতনপ্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য। *

১৯৪। মধ্য, ২২শ পঃ ১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

* *শ্রীনারদ-প্রতি শ্রীশিব-বাক্য—"তত্র যে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্। সংপ্রাপ্তং সচ্চিদানন্দং হরের্সাষ্টিঞ্চ নাভজন্।।" (বৃঃ ভাঃ ১।৩।৪৫)—'ঐ বৈকুণ্ঠলোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় পরমবৈভবস্বরূপ শ্রীহরির সম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তৎপ্রতি আদরশূন্য।' শ্রীগোপকুমার-প্রতি ভগবৎপার্ষদগণের বাক্য—"ভক্তানাং সচ্চিদানন্দ-রূপেম্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ।।' (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৯)—ভক্তগণের বৈকুণ্ঠে অথবা অন্যত্র যে-স্থানেই বাস হউক্, তাঁহাদের সচ্চিদানন্দঘনরূপা ভক্তির অনুরূপ সচ্চিদানন্দরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।*

মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুণাতীত গুরুবৈষ্ণবের কোনপ্রকার দোষদর্শনে অপরাধহেতু নিরয়-লাভ ঃ—

ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥ ১৯৬ ॥

ভগবৎপার্ষদ গুরুবৈষ্ণব—গৌণ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মাতীত বৈকুণ্ঠবস্তু ঃ—

পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥" ১৯৭ ॥

প্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শে সনাতনের অঙ্গ-সৌরভ ঃ—

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈলা আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥ ১৯৮ ॥

প্রভুর সনাতনকে সান্ত্বনা দান, সনাতনস্পর্শে প্রভুর সুখ ঃ—

প্রভু কহে,—"সনাতন, না মানিহ দুঃখ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯৯ ॥

সেই বৎসর স্ব-সমীপে অবস্থানান্তর পরবৎসর বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞাপ্রদান ঃ—

এই-বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা-সনে।
বৎসর রহি' তোমারে আমি পাঠাইমু বৃন্দাবনে ॥"২০০॥

প্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শফলে সনাতনদেহের স্বর্ণকান্তি ঃ—

এত বলি' পুনঃ তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ২০১ ॥

তদ্দর্শনে হরিদাসের বিস্ময় ও সম্পূর্ণ প্রভুর ইচ্ছা-পরিচালিত সনাতনের দেহে অক্ষজদর্শনে দৃষ্ট কণ্ডুরস-ক্লেশ-প্রদর্শন-লীলার প্রকৃত-মর্ম্মার্থ-বর্ণন ঃ—

দেখি' হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুরে কহেন,—"এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ ২০২ ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী-লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজিলা ॥ ২০৩ ॥
কণ্ডু করি' পরীক্ষা করাইলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥" ২০৪ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও ভক্তদ্বয়ের ভগবৎকৃপালোচনা ঃ—

দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥ ২০৫ ॥

প্রত্যহ সনাতনের হরিদাসসহ প্রভুর কথালাপ ঃ—

এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণ-কথা হরিদাস-সনে ॥ ২০৬ ॥

দোলযাত্রান্তে সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ঃ—

দোলযাত্রা দেখি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥ ২০৭ ॥

বিদায়কালে ভক্ত ও ভগবানের তীব্রবিরহ-দুঃখ ঃ—

যে-কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুইজনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥ ২০৮ ॥

প্রভুর পথানুগমনে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

যেই বন-পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেইপথে যাইতে মন কৈলা সনাতন ॥ ২০৯ ॥

বলভদ্রস্থানে গন্তব্যস্থান-সঙ্কলন ঃ—

যে-পথে, যে-গ্রাম-নদী-শৈল, যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্রভট্ট-স্থানে সব লিখি' নিলা ॥ ২১০ ॥

পথিমধ্যে ভক্তগণসহ মিলনান্তে যাত্রা ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণে সবারে মিলিয়া।
সেইপথে চলি' যায় সে-স্থান দেখিয়া ॥ ২১১ ॥

প্রভুর লীলাস্থান-দর্শনে সনাতনের প্রেমাবেশ ঃ—

যে-যে-লীলা প্রভু পথে কৈলা যে-যে-স্থানে।
তাহা দেখি' প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বে সনাতনের, পরে রূপের বৃন্দাবনাগমন ঃ—

এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি' রূপ-গোসাঞি তাঁহারে মিলিলা ॥ ২১৩ ॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন-বিলম্বের হেতু ঃ—

একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের 'স্থিতি'-অর্থ বিভাগ করি' দিল ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

১৯৭। পারিষদ-দেহই কৃষ্ণসেবাময় দেহ ; প্রাকৃতভোগপর মনশ্চালিত-ঘ্রাণে মহাভাগবত পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীর দেহ দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইলেও স্বয়ং প্রভু বলিতেছেন যে,—'কৃষ্ণসেবাপরতাক্রমে সনাতনের এই অপ্রাকৃত পারিষদ-দেহে আমি প্রথমদিনেই চতুঃসম অর্থাৎ চন্দন, কর্পূর অথবা অগুরু, কস্তূরী এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইলাম। চতুঃসম,—(গরুড়পুরাণে)—"কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্।।" দুইভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম বা জাফ্রাণ এবং একভাগ শশী অর্থাৎ কর্পূর একত্রিত করিয়া 'চতুঃসম'-নামক সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, হরিভক্তিবিলাসে ৬ষ্ঠ বিঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। পানী-লক্ষ্যে—ঝারিখণ্ডের পানীয় জল উপলক্ষ্য করিয়া।

২১৪। স্থিতি-অর্থ—ভূসম্পত্তি ও অর্থ বা সঞ্চিত ধন। কুটুম্বগণের মধ্যে অস্থাবর গচ্ছিত দ্রব্য ও স্থাবর-সম্পত্তি যথাযোগ্য-পাত্রে বিভক্ত করিয়া দিলেন।

গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা ।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি দিলা ॥ ২১৫ ॥

নিত্যসিদ্ধকুলশিরোমণি শ্রীরূপের বিষয়-বিভাগানন্তর নিশ্চিন্ত-মনে ব্রজবাস ও অনর্থযুক্ত সাধকের গৃহব্রত-বুদ্ধিজাত জনশৈথিল্য 'এক' নহে ঃ—

সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥ ২১৬ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্রজবাস ও প্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞা-সেবা-পালন ঃ—

দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা ।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা ॥ ২১৭ ॥
নানা শাস্ত্র আনি' লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা ।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥ ২১৮ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থরচনাদি-কার্য্য ঃ—

সনাতন গ্রন্থ কৈলা 'ভাগবতামৃতে' ।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥ ২১৯ ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা 'দশম-টিপ্পনী' ।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥ ২২০ ॥
'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার ।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২১ ॥
আর যত গ্রন্থ কৈলা, তাহা কে করে গণন ।
'মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা'-প্রকাশন ॥ ২২২ ॥

শ্রীরূপের গ্রন্থরচনাদি-কার্য্য ঃ—

রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার ।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২২৩ ॥
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৪ ॥
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব',—নাটকযুগল ।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥ ২২৫ ॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈল ।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥ ২২৬ ॥

শ্রীজীবের পরিচয় ও গ্রন্থরচনাদি কার্য্য ঃ—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম ।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—শ্রীজীব-নাম ॥ ২২৭ ॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন ।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ ॥ ২২৮ ॥
'ভাগবত-সন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ-সার ।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৯ ॥

অনুভাষ্য

২১৬। মনঃকথা—যাহা যাহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

২১৭-২৩১। মধ্য, ১ম পঃ ৩১-৪৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য এবং ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২১৮। নানা শাস্ত্র—ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে এইসকল শাস্ত্রের প্রমাণাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবা এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন।

২১৯-২২২। "সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থচতুষ্টয়" (ভক্তিরত্নাকর —১ম তরঙ্গ)—(১) বৃহদ্ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাস ও তাঁহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-নাম্নী টীকা এবং, (৩) লীলাস্তব, (৪) (ভাঃ ১০ম স্কন্ধের) টিপ্পনী ('বৈষ্ণবতোষণী') ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যায় কবিরাজ গোস্বামীর মত দ্রষ্টব্য।

২১৯। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২০। দশম-টিপ্পনী—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

২২১। হরিভক্তিবিলাস—এই গ্রন্থ পরে শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্ট-গোস্বামিপ্রভু শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপ্রভুর সংগৃহীত 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকার সহিত সঙ্কলন করেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ 'হরিভক্তিবিলাসে' উদ্ধৃত সাত্বত শাস্ত্রসমূহের মত গ্রহণ না করিয়া তত্তৎশাস্ত্র হইতেই কিরূপে অন্য মত কল্পনা করিলেন? তদুত্তর এই যে, হরিভক্তিবিলাসের মত শাস্ত্রসম্মত ও সুবিশুদ্ধ হইলেও কর্ম্মিগণ শুদ্ধশাস্ত্রীয় মত ত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র নিজ-নিজ প্রাকৃত-অশুদ্ধ বিষ্ণুভক্তিবিরোধী মতের প্রমাণাবলীকেই স্বীকার করেন ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৩। রসামৃতসিন্ধু—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ; উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মধ্য ১ম পঃ ৩৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৬। লক্ষগ্রন্থ—শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থসমূহে প্রায় একলক্ষ শ্লোক আছে ; পদ্যের সংখ্যা ব্যতীত গদ্যগুলি গণনা করিবারও প্রণালী আছে। লিপিকারগণ স্ব-স্ব-পরিশ্রম-পরিমাণ-নির্ণয়কালে গদ্য ও পদ্যের শ্লোকগ্রন্থ-সংখ্যা গণনা করেন। কেহ যেন ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ মনে না করেন যে, শ্রীরূপপ্রভু একলক্ষ সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—'শ্রীরূপ-গোস্বামী গ্রন্থ যোড়শ করিল।"—আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৯। ভাগবত-সন্দর্ভ—অপর নাম—'ষট্‌সন্দর্ভ' ; মধ্য ১ম পঃ ৪৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রসসার দেখাইলা ॥ ২৩০ ॥
'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥ ২৩১ ॥

জীবগোস্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত ; মথুরাগমনের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ-কৃপা ও আজ্ঞা-লাভ ঃ—

জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীসনাতনান্বয় শ্রীরূপানুগগণেরই বৃন্দাবন-বাসে অধিকার-লাভ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥" ২৩৪ ॥

নিত্যানন্দকৃপা ও আজ্ঞালাভফলে শ্রীজীবের আচার্য্যত্ব ঃ—

তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা ॥ ২৩৫ ॥

গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুত্রয় ঃ—

এই তিনগুরু, আর রঘুনাথদাস।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি 'দাস' ॥ ২৩৬ ॥

প্রভু-সনাতন-মিলন-সংবাদ শ্রবণে প্রভুর লোক-শিক্ষার অভিপ্রায়ানুভব ঃ—

এই ত' কহিলুঁ পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥

নিরন্তর অনুশীলনরূপ মন্থনফলে চৈতন্যচরিতসিন্ধু হইতে কৃষ্ণপ্রীত্যমৃত-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২৩৬। এই তিন গুরু—(১) শ্রীরূপ, (২) শ্রীসনাতন ও (৩) শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্র পুনরায় গিয়া রামানন্দের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে, স্বরূপ-গোস্বামী তাহা শ্রবণ করত তাহাতে মায়াবাদ-দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন ; সেই কবি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভবরোগগ্রস্ত সংসারার্ণবপতিত অচৈতন্যজীবের চৈতন্য-পদাশ্রয়েই মঙ্গল ঃ—

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥ ৩ ॥

প্রভু ও প্রদ্যুম্নমিশ্র-সংবাদ ; প্রভুর নিকট মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ সদৈন্যে প্রার্থনা ঃ—

একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত ও দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

অনুভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটকলিনঃ (বৈগুণ্যং কর্ম্ম-বিপাকঃ তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (পৈশুন্যং খলত্বং